মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীকৃষ্ণ

৫৮ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী সংখ্যা ❀ শ্রাবণ, ১৪২৭ ❀ আগষ্ট, ২০২০

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075, 7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-7347823181
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504, 7903691753
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সংগৃহিত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪। সাধু দর্শনের ফল	ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ	৭
৫। জৈবধর্ম	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা	১০
৬। শ্রীশ্রীগৌরকথা সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস (বিকাল)	সংগ্রাহক ঃ- শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, কলকাতা	১১
৮। বিবর্তনের ধারায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য	শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)	১৫
৭। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ দাসব্রহ্মচারী প্রভুর নির্যান	সংগ্রাহক - বিমলা প্রসাদ দাসাধিকারী	১৮
৯। শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৮ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী সংখ্যা ❀ শ্রাবণ, ১৪২৭ ❀ আগষ্ট, ২০২০

সারকথা

**প্রভু বলে,— গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ—যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন ॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান ॥**
(চৈঃ ভাঃ আঃ—১৭।৫০-৫৫)

**শাস্ত্রের না জানে মর্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১।১৫৮-১৫৯)

**মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২০।২৫৯)

**না দিলেক লক্ষ-কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,
তাতে দিলা নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি—জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥**
(চৈঃ চঃ মঃ—২১।১৩৩)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রঃ—এ জগতে কি প্রকৃত সাধুর আদর আছে?

উঃ—কপটতা-পূর্ণ জগতে কপটেরই আদর। যে সকল সাধু জীবগণকে বিপথগামী করেন না, সেই সকল খাঁটী সাধুর আদর এজগতে নাই। হরিকথার নামে বর্ত্তমানকালে যাঁরা লোককে বিপথগামী কর্‌ছেন তাঁদের দ্বারা বঞ্চিত হওয়াই বর্ত্তমান কালে একটা যুগধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা প্রকৃত সাধু—যাঁরা অসাধুকে ধরে দিতে চাচ্ছেন, অসাধুগণ—কপটগণ—চোরগণ তাঁদিগকে উল্টো 'ঐ চোর'—'ঐ অসাধু'—'ঐ ভণ্ড' ব'লে লোককে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের পালাবার একটু ফাঁক খুঁজে নিচ্ছে। মায়া কিছুতেই জীবকে নিষ্কপট হ'তে দেবে না, তাই কতরকম ক'রে খাঁটী সাধুর কাছ থেকে দূরে রেখে দেবার কল-কৌশল কর্‌ছে।

প্রঃ—গুরুদর্শন না হইলে কি ভগবদ্দর্শন হয় না?

উঃ—না। শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত ভগবন্মন্দির। সেই মন্দিরে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। প্রেমবশ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধু-গুরুত্ব মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। শাস্ত্র বলেন—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥

অনেকে আপনাদিগকে ভগবদ্দর্শনের জন্য লালায়িত বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু গুরুদর্শন হইতেই যে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। গুরুদর্শন না হইলে ভগবানের দর্শন হয় না। ভক্তির আরম্ভই হয় না যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে।

গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে অপার করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই হ'লেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামের সেবা শিক্ষা দেন তিনিই শ্রীগুরুদেব। কেবল সম্ভ্রমের সহিত দূরে থাকিয়া গুরুসেবা করিলে চলিবে না। বিশ্রম্ভের সহিত অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিতে হইবে। যেমন শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর অন্তরঙ্গসেবা করিয়াছেন।

প্রঃ—গুরুকে ভুলিলেই কি অসুবিধা হ'বে?

উঃ—নিশ্চয়ই। যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই, সেই গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হই, সেই মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত বা ভ্রষ্ট হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান কর্‌তে দৌড়াই, শীতনিবারণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কার্য্যে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে রক্ষা করেন, বর্ষপ্রবৃত্তি, মাসপ্রবৃত্তি, দিনপ্রবৃত্তি, মুহূর্ত্তপ্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চাব—অপরে আমাকে গুরু ব'লে পূজা করুক্, আমার এই দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে—ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ। আজ যে একদিনের জন্য গুরুপূজা করতে এসেছি, তা' নয়, প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের গুরু-সেবা করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ—বৈষ্ণবের ছিদ্র কারা দেখে?

উঃ—যারা হরিভজন-বিমুখ, যা'দের বাহ্য বিচারে প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল, তা'রাই বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণ করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—ভগবদ্ভক্তের কখনও অমঙ্গল হয় না, তাঁদের কখনও বিনাশ নাই। ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। যাঁরা অনন্য ভজন করেন, তাঁরা কি কখনও অধঃপতিত হ'তে পারেন? তাঁরা নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করেন। আমাদের দৃষ্টিটা খারাপ এজন্য আমি অপরের দোষ দেখি, তাই নিজে মঙ্গল লাভ করতে পারি না।

আমি আধ্যক্ষিক হয়ে পড়লে অধোক্ষজ-সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদপদ্ম-সেবা-হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যাব। আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই। আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পার্‌লে আর অপরের ছিদ্র দেখ্‌বার সময় হয় না।

(ক্রমশঃ)

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ
স্থান ঃ- শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ (লন্ডন), তাং-৬/৮/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে আমার নিত্যসেবা প্রার্থনা করে আজ আমাদের প্রতিমা পাল চৌধুরীর বসতবাটীতে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে হরিকথা শ্রবণ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছি।

হরিকথা হচ্ছে হরিসম্বন্ধীয় কথা, হরিতে যার মন নিবিষ্ট হয়েছে হরিকথা তাদের প্রাণ। হরিকথা, হরি একই বস্তু, প্রেমের বস্তু হলে তখন তার কথা শুনতে ইচ্ছা করে। যার যেটা প্রেমের বস্তু নয় তার কথা কেউ শুনতে চায় না কেবল ভগবানের ভক্তগণই ভগবানকে প্রিয়তার আসনে বসিয়ে তাঁর কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করে কাল কাটায়। ভগবানকে কেন আমরা ডাকব, কেন আমরা তাঁর ভজন করব, কেন আমরা তাঁর আরাধনা করব? ভগবান হচ্ছেন আমাদের জীবনের সার, মনুষ্যজীবন অতিশয় দুর্ল্লভ, সুদুর্ল্লভ হলেও আজ আমাদের কাছে সুলভ হয়েছে, সুলভ হয়েছে বলেই তাকে আমরা প্রাণভরে ডাকব, প্রাণভরে শুনব, শোনাবো—এই হচ্ছে আমাদের কাজ। জগতে যা কিছু প্রেমের বস্তু তাকে শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারাই মনে রাখতে হয়। প্রেমের বস্তুকে আমরা কখনো দূরে যেতে দিতে চাই না এটাই প্রেমের ধর্ম। এই ধর্মের অনুশীলন যারা করেন তারা হচ্ছেন ভক্ত। ভক্ত ভগবানের নিরবিচ্ছিন্ন একটা গুণ আছে যে, কেউ কাউকে ছাড়েন না। ভগবানের একটা নাম হচ্ছে 'ভক্ত ভক্তিমান', তিনি ভক্তকে ভক্তি করেন, হচ্ছে সংক্ষেপে তাঁর এই ধর্মের কথা বলা হলো। আমরা যে জগতে এসেছি মাটিয়া পৃথিবীতে, মাটিয়া শরীর ধারণ করে এটা চিরকাল থাকবে না। আমরা কেউ এখানে নিত্যকালও থাকব না কিন্তু যতকাল আমরা থাকব ততকাল আমাদের নৈমিত্তিক ধর্মের বশবর্ত্তী না থেকে নিত্যধর্মের বশবর্তী হওয়া উচিত। নৈমিত্তিক ধর্মের বশবর্ত্তীতা মানে আমরা আজ officer হয়ে কাজ করছি, সমাজ সেবা করেছি, গৃহে সেবা করছি, গৃহের যারা পরিজন তাদের সেবা করছি এগুলো হলো নৈমিত্তিক ধর্ম। শরীর মনকে নিমিত্ত করে এই ধর্ম আমরা যাপন করি। কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মের উপরেও আরো একটা ধর্ম আছে নিত্য ধর্ম। সেই নিত্য ধর্মের বশবর্তী হয়ে যদি আমরা ভগবানকে ডাকি, ভগবানের ভক্তদের পরিষেবায় নিজেদের শরীর মনকে জাগাই তাহলে জীবন সার্থক হয়।

''জন্মলাভ পর পুংসাং, অন্তে চ নারায়ণ স্মৃতি।'' আমাদের শাস্ত্রে বলছে জন্ম নারায়ণ স্মৃতিময় জীবন হলেই সার্থক হয়।

''এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥''
(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

আমরা প্রেয়বাদী হয়ে আপাত মধুর, আপাত সুন্দর, আপাত রম্য—এসব জিনিসের ভজন করে থাকি। আপাত রম্য দেখতে ভালো সুন্দর কিন্তু for the time being কয়েকদিনের জন্য। সেজন্য যেন আপাত মধুর আপাত সুন্দর আপাত প্রয়োজনীয় এসমস্ত জিনিসের প্রতি ব্যস্ত না হয়ে যাই, যা নিত্য স্মরণীয় নিত্য আনন্দময় এমন বস্তুকে ধ্যান ধারণা করাই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। 'এতাবজ্জন্মসাফল্যং' শাস্ত্রে বলছে—জন্মটা সফল হয় তখন যখন আমরা 'দেহীনামিহ দেহিষু'—দেহের মধ্যে যে দেহী পুরুষ আছেন তাঁকে আরাধনা করব, কি করে করব?—'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা' প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যকে ধ্যানের বস্তু করে ভগবানকে ভজন করবে। শুনে রাখুন লন্ডনে এসব কথা শোনার ভাগ্য হয় না। লন্ডনে বসে আমাদের লন্ডনে থাকা হয় না যদি ভগবানের কথা প্রসঙ্গে আমরা কাল কাটাতে না পারি, এজন্য ভগবানের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা এদুটো নিয়েই কাল কাটানো দরকার। আমাদের শুধু লন্ডনে থাকা হয় না যদি না আমরা ভগবানকে চিত্তে স্থান দিই। ভগবানকে চিত্তে স্থান দেওয়া মানে ভগবানের কথা শোনা; ভগবানের কথা নিয়ে জীবনযাপন করা এবং ভগবানের কথাকে সব থেকে বেশী মূল্য দিয়ে জীবনের সার করা এই হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন। ''এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা''—আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে প্রাণ অর্থাৎ সব সময় শরীর দিয়ে প্রিয়তার ধর্মে ধর্মী হয়ে ভগবানকে ভজন করব। প্রাণ দিয়ে আমরা অর্থ রোজগার করি মানে প্রাণ দিয়ে আমরা জীবনের

সার অর্থ সংগ্রহ করি সেই অর্থ সংগ্রহটা তখন Secondary হয়। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা—যাদের অর্থ নাই তাদের অন্ততঃ বুদ্ধি দিয়ে সেবা করতে হবে, সব দিয়ে সেবা করা উচিত। যদি কারো কোনো অসুবিধে থাকে তাহলে সে পরবর্ত্তী ধর্মের দ্বারা অনুশীলন করবে। যে কিছু দিতে পারে না সে বাক্য দিয়ে ভগবানের ভজন করবে, আর তাদের উৎসাহিত করা ভক্তের কাজ।

'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা'—প্রাণ অর্থ বাক্য দ্বারা শ্রেয় বস্তুর সাধন করবে। শ্রেয়ঃ বস্তু মানে ভগবান আর প্রেয় বস্তু মানে জগতের ভালোমন্দ জিনিস। জীবনের এই সমস্ত করতে যদি সব সময় চলে যায় তাহলে শ্রেয়ের অনুশীলন হয় না সেজন্য শাস্ত্রে পাক্কাভাবে বলে দিয়েছেন—'এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা''—প্রাণের সব সত্ত্বা দিয়েই ভগবানকে আরাধনা করা উচিত। যদি না করতে পারি তাহলে প্রাণ দিয়ে আমরা যে অর্থ রোজগার করি সে অর্থ দিয়ে সেবা করা উচিত আর প্রাণও দিতে পারি না, অর্থও দিতে পারি না, 'ধিয়া'—বুদ্ধিপূর্বক ভগবানের সেবামূলক ক্রিয়াতে নিজেকে যুক্ত করে সার্থক করা দরকার। এসব কিছু দিতে পারি না, 'বাচা' মানে বাক্য দিয়ে যদি আমি কিছুটা করি তাহলেও নিত্যধর্মের যাজন করা হয়। আমরা মনে করি যে, আমরা লন্ডনে আছি বেশ আছি, খাই দাই সেজে গুজে জীবনের সার্থকতাটা পেয়ে বসব কিন্তু তা হয় না। শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করেছেন এসব কথা, বলেছেন **জীবনের সার্থকতা হচ্ছে হরিসেবায়, ইন্দ্রিয়াদির সুখবিধানের দ্বারা জীবনের সার্থকতা আসে না।** আমি একজন কুমারী আধ্যাত্মিক চেতনাকে খুলবার জন্য পড়াশুনা করছি একটা কথা, একটা Side আছে কিন্তু এর দ্বারা নিত্য শান্তি বা নিত্য প্রসঙ্গ আসে না। সেজন্য শাস্ত্র আমাদের যে কথাটা বলল সেটা আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার। ''এতাবজ্জন্মসাফল্যং'' জন্মের সফলতা তখন আসে 'দেহিনামিহ দেহিষু' অর্থাৎ দেহধারী জীবের মধ্যে যে দেহী পুরুষ আছেন ভগবান তাঁকে যদি অনুশীলন করতে আমরা লেগে পড়ি তাহলেই হলো সার্থকতা। 'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা' এগুলো করতে গেলে কি লাগবে?—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য এগুলো দিয়ে আমরা সেবা করতে পারি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—''ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জীবন সার্থক করি কর পর উপকার ॥'' পর উপকার মানে এর থেকে আর বড় উপকার নাই ভগবদ্ স্মৃতিময় জীবন ফিরিয়ে আনা। সেজন্য শাস্ত্র বলছে—'এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা' এর দ্বারা সেবা করা উচিত। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যে জন্মে যাই না কেন, সব জন্মের সার কথা হলো এই জীবন সফল করার কথা। আমরা যেভাবে সফল করতে চাই সেভাবে হবে না। শাস্ত্র বলছে—আমি যে তোমার আত্মীয় হলাম, আত্মধর্মে ধর্মী হয়ে তাঁকে অনুশীলন করার দিকে যত ধ্যান দেন তিনি তত বড় Successful হন। মহাপ্রভু বললেন—ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জীবন সার্থক করি কর পর উপকার ॥ পর উপকার মানে পরের উপকার নয়, পর উপকার মানে শ্রেষ্ঠ উপকার। পরধর্ম যাজনকারীগণ নিজের জীবনের সার্থকতা আনবার জন্য এইভাবে formula করবেন। ভালো ঘরে জন্মালাম, ভালো লোক লস্কর পেলাম, ভালো সব কিছু লাভ করলাম, ভালো জায়গায় থাকলাম, ভালো খেলাম দেলাম, ভালো আনন্দ মজা করলাম জীবনে এগুলো সার্থকতা আনে না। মনুষ্য জীবনের সার্থকতাটা আসে তখন যখন আমরা ভগবানকে হৃদয়ে বসাতে পারি আর হৃদয়ে বসে আছেন যিনি ভগবান তাকে জীবনে আমরা জাগাতে পারি। এইজন্য আমাদের জগত জীবের মধ্যে অনুশীলনের বস্তু ভগবানকে করলে আমাদের মঙ্গল অনিবার্য। সেজন্য মহাপ্রভু সহজ করে বললেন—''নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন। অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন ॥'' কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের ধর্ম, সার্থকতা করার দিকে এগিয়ে যাওয়া। নাচগাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন অর্থাৎ এইটার Formula টা কি? ভক্তসঙ্গ ধরে আমাদের নাচা গাওয়া অর্থাৎ ভগবানের অনুশীলন করতে গেলে ভগবানের যাতে সুখ হয় সেই সুখটার অনুশীলন করলেই সার্থকতা আসবে। এটা কি রকম?—মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১১) গঙ্গা যেরকম গোমুখ থেকে বেরিয়ে সাগরে মিলবার জন্য চলতে থাকে সেরকম আমাদের চিত্তবৃত্তিতে যদি নির্গুন ভক্তি লাভ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমাদের তেমনি করে

ভগবদ্ পাদপদ্মে সেবা লাভ করার জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি যাজন করে সকাল থেকে বিকাল কাটিয়ে দেওয়া দরকার। আমাদের বিশ্বাস এ মনুষ্য জীবনে এভাবে জগতের কল্যাণ করে বা নিজের আত্মবুদ্ধি দিয়ে ভগবানের সেবা করে কাল কাটাব যেটা নিত্যজীবন নিত্যলাভ দিয়ে যায়। মহাপ্রভু বললেন যে—''ভারতভূমিতে হৈল ..... পর উপকার।'' এই সার্থকতাটা কি? না—প্রেমধন লাভ করা। প্রেমধন মানে ভগবানের কথায় ভগবানের নামে, ভগবানের সেবায়, ভগবদ্ কামে আমাদের আনন্দ বা প্রেম হোক এটাই পরউপকার—শ্রেষ্ঠ উপকার। এটা না করে ঘুরে বেড়িয়ে অর্থ লাভ করে কপট বৈষ্ণব বেশে, হবে না। আমাদের সার্থকতাটা আনতে হবে হরিসেবার দ্বার দিয়ে, হরিকে সন্তুষ্ট করতে পারলে মানুষ হিসেবে আমার জন্ম সার্থক হলো সবকিছু। আমি এটা করি না, এটা ছাড়া অন্যসবগুলো করি, সংসার পালন, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এদের সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক রেখে চলা এগুলোকে বড় বলে মনে করি কিন্তু এতে ঠিক হয় না। ভগবান সর্বভূতে আছেন বলে আমি সবাইকে প্রণাম করব এবং সকলের সঙ্গে মধুর সম্বন্ধ রেখে আমি ভগবানের সেবা করে দিন কাটিয়ে ভগবদ্ রাজ্যে আবার চলে যাব এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বা পরধর্ম। ''অতঃ পুংভি দ্বিজশ্রেষ্ঠ''—বর্ণাশ্রম ধর্মের তো অনেক কথা আছে। আমরা দ্বিজত্ব লাভ করেছি অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি এই যে অভিমান এসব অশুদ্ধ অহংকার। শুদ্ধ অহংকার হচ্ছে জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।

''কৃষ্ণভুলি সেই জীব ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥''

''জীব কৃষ্ণদাস এ বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই''। আমরা সকলে ভগবানের দাসত্ব করব, ভগবানের দাসত্ব করতে গিয়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলে ভগবদ্ সম্বন্ধে দাসত্ব করলে এই সংসারে আসা এবং জীবন সফল হয়। ''ভগবান সবাইকে দয়া করেন কিন্তু ''দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।'' ভগবানের দয়াপ্রার্থী হিসেবে যদি আমরা-এ সংসারে কাল কাটাই তাহলে ভগবানের ভজনে উজ্জীবিত করতে হবে আত্মাকে। ভগবানের ভজনটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এই জেনে করতে হবে। ভগবানের ভজন করতে চায় না, ভগবদ্ ধর্মে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে না বা ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখলেও হেলায় ফেলায় দিন কাটায় তাদের ঠিক নিত্য জীবন লাভ হয় না। সেজন্য শাস্ত্রে বলছে—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে তো জানিবে তুমি সিদ্ধান্ত তরঙ্গ ॥

এসব সিদ্ধান্তগুলো হরিগুরু বৈষ্ণবের মুখ থেকে পুনঃপুনঃ শুনতে শুনতে আমাদের নিত্যবস্তুতে দ্বিজত্ব লাভ হবে। সেইজন্য আমাদের সর্বক্ষণ জীবন যে অনিত্য জানতে হবে, জেনে ভগবানের সেবা করে নিত্যত্ব লাভ করতে হবে, করলে আমাদের মঙ্গল। ❑

সাধু দর্শনের ফল

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ

স্থান—লন্ডন, শীল পরিবার, তাং-০১-০৫-২০১৯

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের পাদপদ্মের কৃপাভিক্ষা করে শীল পরিবারের সদস্যগণের উদ্‌যোগে আয়োজিত হরিনাম সংকীর্ত্তন তথা ভাগবত সভায় হরিকথা পরিবেশন করে আত্মশোধন করার প্রয়াস করছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে, শ্রীনন্দমহারাজের গৃহে গর্গাচার্য্য এসেছেন উদ্দেশ্য কৃষ্ণের নামকরণ করবেন। এরকম একজন ত্রিকালদর্শী ঋষি, মহাজনকে পেয়ে নন্দ মহারাজ বললেন—

''মহাদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিনাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥''

(ভাঃ ১০।৮।৪)

''যারা স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে মত্ত থাকেন তাদের জন্য বিরাট একটা লাভ যে আপনার ন্যায় মহাপুরুষ আমার বাড়ী এসেছেন।''

'গৃহিনাং দীনচেতসাম্'—যারা গৃহী, তাদের বুদ্ধি বৃত্তি, চিত্ত, মনটা একটু ছোট হয় মানে পরিবার কেন্দ্রিক। স্ত্রীপুত্র

পরিবার নিয়েই তাদের ইচ্ছা, আশা। এর থেকে বড় কিছু তারা চিন্তা করতে পারে না। তাদের চিত্তবৃত্তি নিজেদের স্বার্থকেন্দ্রিক, নিজের ছেলে, স্ত্রী'র স্বার্থটা বোঝে, এর বাইরে বোঝার চিত্তবৃত্তি থাকে না। তাদের অর্থ, বিদ্যা, বড় বড় বাড়ী, গাড়ী, শারীরিক যৌবন দশা থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তিটা একটা কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকে, গন্ডীটা একটু ছোট। ঐ গন্ডী পেরিয়ে আরো বড় কিছু আরো ভালো কিছু হোক কিম্বা ভালোটা প্রকৃত ভালো হোক এরকম চিন্তা করতে পারে না। এইরকম গৃহস্থ ব্যক্তির বাড়ীতে যখন কোন মহৎ ব্যক্তি বা সাধু যাতায়াত করেন তখন নিশ্চিতরূপে তাদের কিছু কল্যান করার জন্য। আমাদের কাছে যতপ্রকার কল্যাণ বা development আছে সবই আর্থিক আর শারীরিক। কিন্তু সাধু বা মহাপুরুষ যদি গৃহে আসেন এর উপরের কিছু জিনিস দিতে চান যেটা পারমার্থিক, যা নিত্য কল্যানকর; এই সংসারে যা সহজে খুঁজে পাওয় যায় না, যা পেলে আমাদের নিত্যমঙ্গল উর্দ্ধগতি লাভ হয়। এ জগতের কিছু বস্তু আছে আপনাদের কল্যাণ করতে পারে কিন্তু সেটা temporary কল্যাণ করবে, শারীরিক বা মানসিক কিছু সুবিধা লাভ হবে কিছুদিন পরে সেটা সরে যাবে।

শ্রীনন্দমহারাজ তিনি 'দীনচেতা' গৃহী ব্যক্তি নন। বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান, অনাদির আদি পুরুষকে যিনি প্রেমের দ্বারা বশীভূত করে রেখেছেন, সন্তান রূপে তাকে বাৎসল্যভাবে লালন পালন করা সেবা সৌভাগ্য লাভ করেছেন সেই উদারচেতা শ্রীনন্দমহারাজ আমাদের শিক্ষার জন্য ঋষিগর্গাচার্য্যকে একথাগুলো বললেন যে নিশ্চিতরূপে তিনি বিরাট কিছু কল্পনা করে এসেছেন। মহৎজন তাঁর দর্শনের দ্বারা, তাঁর বানীর দ্বারা কিম্বা কীর্ত্তনের দ্বারা আপনার অন্তঃবৃত্তিকে জাগিয়ে দিতে পারেন, হৃদয়ে শ্রদ্ধাটাকে জাগিয়ে দিতে পারেন। জীবনের গতি পালটে দিতে পারেন; শান্তির পথ তথা অমৃতের পথে নিয়ে যেতে পারেন। আপনার পিতামাতা ভাইবোন যা দিতে পারবে না, কোথাও খুঁজে পাবেন না কিন্তু আপনি ভালো গান শুনতে পারেন, যশঃ প্রতিষ্ঠা পাবেন, বিপুল অর্থ পাবেন অথচ ভব সমুদ্রের ওপারে যাবার জন্য যে কড়িটা লাগে সেটা Dollar কি Pound না Indian currency কি বাংলাদেশী currency সেটা এসব কিছুই নয় তা হলো শ্রদ্ধা; যা কিনা আত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকে এর সাথে শরীরের কোন সম্পর্ক নেই। সেই শ্রদ্ধাটাকে বাড়িয়ে দিয়ে ঈশ্বরের দিকে আপনার যাত্রা করবার স্পৃহাকে জাগিয়ে দিতে পারেন। সৃষ্টিকর্তার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসাকে develop করে ঈশ্বরের প্রতি আপনার duty করার বৃত্তিকে জাগিয়ে দেবে। তাই শ্রীনন্দ মহারাজের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত একথা বলছেন। ভাগবতের অন্যত্রও সাধুসঙ্গের মহিমা, মহান্তের দর্শনের মহিমা বর্ণন করেছেন।

শাস্ত্রে আবারও বলছেন সাধুর দর্শনের মহিমা—''দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ''। আপনার বাড়ীর dustbin-টা যত না নোংরা তার থেকে অনেক বেশী নোংরা আপনাদের মনের মধ্যে রয়েছে। কাম ক্রোধ লোভ মাৎসর্য্য আদি করে অনেক unhygenic poisonous জিনিস আপনাদের ভেতরে থাকতে পারে। Science বা জাগতিক বিদ্যা বা অর্থ অথবা আপনার gravity কি এগুলোকে সরাতে (remove) পারবে? পারবে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু চিত্তের ময়লা অপসারণ করবার একটা process নিয়ে এলেন—'কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন'। কলিযুগে এই হরিসংকীর্ত্তন একমাত্র ধর্ম যার দ্বারা আপনার চিত্তকে clean করতে সমর্থ হবেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও পরিকরগণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু নগরে নগরে হরি সংকীর্ত্তন করেছেন। কলিযুগ দোষের নিধি, পরিবার, সমাজ, চাকরি, রাজনীতি সর্বত্র গন্ডগোল। কলির জীবের আয়ু কম, স্বল্প মেধা, কলহপ্রিয় কার কখন 'বলো হরি হরিবোল' হয়ে যাবে স্থিরতা নেই। এইরকম একটা যুগে শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ' একমাত্র হরিকীর্ত্তন রয়েছে যা তোমার আত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে, চিত্তের ময়লা কে সরিয়ে দিতে পারে। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্ত্তন আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে এবং সেই আকর্ষণ করবার পূর্বে বিকর্ষণ করে অর্থাৎ আপনাদের হৃদয়ে যে কুটিলতা হিংসা রয়েছে সেগুলোকে সরিয়ে তারপর আকর্ষণ করে। এরকম একটা যুগে আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি পরমভাগ্যের কথা। আরো ভাগ্যের কথা ভারতবর্ষের বাংলায় জন্মেছি যেখানে শ্রী চৈতন্যদেব এসেছেন; যেখানে বাড়ীতে বাড়ীতে মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, কীর্ত্তন হয়। আজকে London এর মতো একটা শহরে বসে আমরা সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তন করছি এর থেকে বড় কথা আর কি হতে পারে? তাই শ্রীনন্দমহারাজ বললেন—'নিঃশ্রেয়সায় ভগবন কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ'। সাধু

আপনার কাছে আসবে নিশ্চিতরূপে শ্রেষ্ঠ কোন কল্যাণ করার জন্য। এখানে পাঞ্চতত্ত্বের আলেখ্য স্থাপন, বৃন্দাদেবীকে স্থাপন করে সাধুসঙ্গে একটা সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে কাটাবার জন্য বসেছি। যারা কীর্ত্তন করলেন তারা ভাগ্যবান কিন্তু যারা গাইতে পারলেন না, গুণগুণ করে মন জুড়ে কৃষ্ণের কীর্ত্তনে রইলেন তারাও কম ভাগ্যবান নয়। সুরের তাল লয় মূর্ছনা পারমার্থিক জগতে কোন কাজে আসবে না কিন্তু আমার মঙ্গল আসবে যদি সাধুকে ঠিকমত চিনতে পারি। সাধুকে কিভাবে চিনবে? শাস্ত্র বলছেন—কান দিয়ে সাধুকে দেখতে হবে মানে সাধুর কথার দ্বারা তাকে চেনা যায়।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে গঙ্গা যমুনা, কাবেরী, গন্ডকী এসব নদী রয়েছে যাকে বলা হয় জলময় তীর্থ। Mineral water আর গঙ্গাজলের কি তফাৎ Scientist তার জ্ঞানের মূর্চ্ছনা দিয়ে বুঝতে পারবে না যে গঙ্গাজলের একটা Spiritual value রয়েছে। এইরকম জলময় তীর্থ আর মাটি বা পাথরের মূর্ত্তিকে বহুদিন পূজা, আরতি করলে ফল পাওয়া যায় কিন্তু সাধু তার একবার দর্শনেই আপনার জীবনের মোড়টা ঘুরিয়ে দিতে পারে। এর প্রমাণ শাস্ত্রে রয়েছে।

ধনকুবর পুত্রদ্বয় নলকুবের ও মনিগ্রীব মন্দাকিনী নদীতে অপ্সরাদের সঙ্গে জলকেলি করছিলেন। দেবর্ষি নারদ ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। অপ্সরাগণ বস্ত্র দ্বারা শরীরকে আবৃত্ত করে নারদঋষিকে প্রণাম করেন কিন্তু নলকুবের ও মনিগ্রীব বারুনী মদ পান করে এমন বেঁহুশ হয়েছিলেন যে তারা দিগম্বর অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। নারদ তখন তাদের অভিশাপ দিয়ে বললেন তোমরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও।' তারা ক্ষমাপ্রার্থী হলে নারদ ঋষি তাদের কৃপা করে বললেন—বৃক্ষজন্মেও তোমাদের হরিস্মৃতি থাকুক। তারা শ্রীনন্দমহারাজের গৃহের সামনে যমালার্জ্জুন বৃক্ষ হয়ে জন্মাল। বৃক্ষযোনি হচ্ছে সহ্য করার যোনি, রোদ, ঝড়, বৃষ্টি সে সহ্য করে। প্রায় পাঁচশ বছর এভাবে চলার পর কৃষ্ণ যখন নন্দ মহারাজের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন, পাঁচ বছর বয়সে উদুখল টানতে টানতে বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে গেলেন আর উদুখল আড়ভাবে আটকে গেল, কৃষ্ণ টানতে লাগলেন। বৃক্ষদুটো দু'দিকে উপড়ে পড়ল। বৃক্ষের থেকে কুবেরের দুই পুত্র বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করলেন। স্তব করলেন, বললেন আমাদের জীবন ধন্য। শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় তাদেরকে বলেছিলেন—

''সাধুনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্নোঃ সাবিতুর্যথা ॥''
(ভাঃ ১০।১০।৪১)

নারদের দর্শন কুবের পুত্রদ্বয় কতটুকু পেয়েছিলেন, অতি অল্প সময়, তার দ্বারা তাদের জীবনের গতি পালটে গেল। কোথায় তারা স্বর্গে থাকতেন আর তারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন স্পর্শন পেলেন। যা হাজার হাজার বছর তপস্যা করেও মানুষ পেতে পারে না। তাই বলছেন—'দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ'—সাধুর দর্শনে ভববন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। তাহলে এখন আপনারা প্রশ্ন করবেন যে আমাদের সকলের ভববন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। এরকম নয়, সাধুর দর্শনে ভববন্ধন ছিন্ন হওয়ার process শুরু হয়ে যায়, কৃষ্ণনাম করতে ইচ্ছা হয়, কৃষ্ণভজন করতে ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছাটাই সংসারের ওপারে নিয়ে যায় আর তাকে বুঝতেও দেয় না কোথা থেকে কি হয়ে গেল। London-এ একটা ভোগী জীবন যাপন করছিলাম হঠাৎ করে, কৃষ্ণনামে মত্ত হলাম, কৃষ্ণভক্ত হলাম, কৃষ্ণভক্তের দর্শনের এই ফল।

পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পিন্ড দান করবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু গয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে বিষ্ণুপাদপদ্মকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণদের বেদমন্ত্রধ্বনি শুনে তাঁর হৃদয় উৎফুল্লিত হলো, বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রণাম করলেন, ক্রন্দন করলেন, স্তুতি করলেন। পরদিন তিনি সেখানে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের দর্শন পেলেন। শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট শ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণমন্ত্র যাচ্ঞা করলেন আর বললেন—

''প্রভু বলে,—গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥''
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০)

শ্রী মহাপ্রভু বললেন, তীর্থে এসে পিন্ড দেওয়াটা একটা লৌকিক কাজ কিন্তু আপনার শ্রী চরণ দর্শন পেয়ে আজ আমি ধন্য হলাম। আপনি আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের মধু পান করান। জগতকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি শ্রী গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করলেন। গয়া থেকে ফিরে তিনি ছাত্রদের আর পড়াতে পারলেন না। সূত্র, বৃত্তি টীকায় তিনি 'কৃষ্ণ' ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। এতে ছাত্ররা দুঃখী হলে মহাপ্রভু

জানালেন যে তিনি গুরুর কাছে শিখেছেন 'কৃষ্ণ' নামের উপরে আর কিছু হয় না। তাই তিনি কৃষ্ণ নামের নীচে জাগতিক শিক্ষা আর পড়াতে পারবেন না। ছাত্ররাও আর অন্য কিছু শিখতে রাজী হলো না। তখন মহাপ্রভু আনন্দে সকল ছাত্রগণকে আলিঙ্গন করলেন আর বললেন এখন থেকে হাতে তালি দিয়ে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করো।

''হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥''

এই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা। গুরুদেব আমাদের এই পারমার্থিক শিক্ষা দিয়েছেন।

আমরা গৌড়ীয় গুরুবর্গের পাদপদ্মের কিঙ্কর, তাঁদের অনুগ হয়ে এসেছি। আমাদের কাজ শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাকে, শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণকথা, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একটু আপনাদের কানে শুনিয়ে দেওয়া। আপনারা হয়ত অনেক Artist এর কাছে কৃষ্ণনাম শুনতে পাবেন কিন্তু আমরা artist নই। আমরা ভিখারী, আমরা সংসার ত্যাগী, কৃষ্ণকে আপন করে কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে কৃষ্ণের নাম দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিই। কৃষ্ণনাম কানে প্রবেশ করলে হৃদয়কে বিগলিত করবে। আমরা সারাজীবন সংসারের ঘানি টানবার জন্য এসেছি একথা কেউ মনে করলে তার মূর্খতা। সংসার পালন করাই শেষ কথা নয়। There is something behind, there is something greater—এটা আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, অর্থ ঘরবাড়ী স্বজন বান্ধব সবকিছু নিয়ে যদি ভালোই থাকি, শুধু 'কৃষ্ণ' যদি আমাদের জীবন থেকে বাদ পড়ে, হরিনাম বাদ পড়ে, তাহলে শাস্ত্র বলছেন 'শ্রম এবহি কেবলম্'। সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ভগবানকে বাদ দিয়ে জীবনে অন্যকিছু চিন্তা করবেন না। আমাদের কাছে যারা এসেছেন তাদের কাছে এই প্রার্থনা। শীল পরিবারের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যারা গান গেয়েছেন, হারমোনিয়াম বাজিয়েছেন, করতাল বাজিয়েছেন, তাদের সকলকে আমার তরফ থেকে আশীর্ব্বাদ। ❑

একাদশদিবস ব্যাপী বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে জৈবধর্ম ক্লাসের মুখ্য মুখ্য কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

জৈবধর্ম (১ম অধ্যায় থেকে ১২ তম অধ্যায় পর্যন্ত)

বক্তা—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, বর্ত্তমান আচার্য, গৌড়ীয় মিশন

তাং—২২।১২।১৯ হইতে ০১।১।২০ পর্যন্ত

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২০। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্মের কিরূপ বিকাশ ঘটেছিল? (পুরানো বই—১৩০ পৃঃ)

উঃ) ক) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মে কিছুটা জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ ছিল। যেমন একমাত্র ব্রাহ্মণদের বেদপাঠের অধিকার ছিল। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁর আনীত বৈষ্ণবধর্মকে সম্পূর্ণভাবে জাত-পাতের উর্দ্ধে রেখেছেন।

খ) মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মে বৈধী ভক্তির প্রচার ছিল, মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্মে রাগানুগা ভক্তির প্রচার করেছেন।

গ) ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যা কিনা উন্নতউজ্জ্বলরস বা বিপ্রলম্ভ রসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ ব্রজেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সেই রসকে এ জগতে মহাপ্রভু প্রকাশ করেছেন।

ঘ) পরতত্ত্ব স্বরূপ ভগবৎ তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা যা কলিযুগের জীবের সাধন ও সাধ্য বস্তু, —তিনি দান করেছেন।

ঙ) কলিযুগের যুগধর্ম নামসংকীর্ত্তন। ইহা শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরহরির অবদান।

চ) শিক্ষাষ্টকে নামসংকীর্ত্তনের অধিকার সম্বন্ধে মহাপ্রভু দৈন্য, দয়া, অন্যে মান ও প্রতিষ্ঠা বর্জন—এই চারটি গুণের অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ তৃণাদপি সুনীচেন এই মহৎবাণী তাঁরই সৃষ্টি।

২১। পশুবধ বিষয়ে শাস্ত্রের বিচার কি লিখুন? (পুরানো বই—১৩৪ পৃঃ)

উঃ) পশুহত্যা শাস্ত্রের তাৎপর্য নয়। ''মা হিংস্যাৎসর্বামি ভূতানি''—বেদের এই বাক্য দ্বারা পশুহত্যার নিষেধ করা হয়েছে। গৌণবৃত্তিতে পশুহত্যার কথা বলা হয়েছে, মুখ্যবৃত্তিতে নয়। বেদের আজ্ঞা না মেনে তামসিক ও রাজসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা স্ত্রী সঙ্গলিপ্সা, আমিষ ভোজন ও সুরা পানে রত থাকে।

এরূপ আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের তামসিক ও রাজসিক বৃত্তিকে খর্ব করবার জন্য বিবাহের দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞে পশুহত্যা ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরাপানের বিধান করা হয়েছে। প্রবৃত্তিমার্গ (ভোগবাদ) হতে নিবৃত্তিমার্গে (ত্যাগবাদে) আনবার জন্য বেদের এরূপ গৌণবিধান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাহি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসুনিবৃত্তিরিষ্টা ॥
(ভাঃ—১১।৫।১১)

অর্থাৎ ইহলোকে স্ত্রী-সঙ্গ, মাছ-মাংস ভোজন ও মদ্যপান স্পৃহা জীবের নৈসর্গিক,—তাতে শাস্ত্রের কোন আদেশ বা প্রেরণা নাই। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করবার জন্য বিবাহের দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষ আমিষভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হয়েছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য।

মনু বাক্যে বলা হয়েছে—''প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'' অর্থাৎ প্রাণীগণের প্রবৃত্তি মার্গ হতে নিবৃত্তিমার্গই মহাফলজনক।

২২। পৌত্তলিকতা ও বৈষ্ণবদের বিগ্রহ সেবার মধ্যে পার্থক্য লিখুন ? (পুরানো বই—১৪০ পৃঃ)

উঃ) ক) পৌত্তলিকতা কথার অর্থ পুতুল পূজা। বিশেষরূপে সেবা গ্রহণ করেন যিনি বিগ্রহ।

খ) পৌত্তলিক পূজায় আবাহন ও বিসর্জন আছে কিন্তু বৈষ্ণবের বিগ্রহ সেবায় আবাহন ও বিসর্জন নেই।

গ) পৌত্তলিক পূজা জড়ীয় কিন্তু বিগ্রহ চিন্ময়।

ঘ) পৌত্তলিকতা বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রাধান্য রয়েছে কিন্তু বিগ্রহ সেবায় অন্তর নিষ্ঠার প্রাধান্য রয়েছে।

ঘ) পৌত্তলিক পূজায় সকাম উপাসনার কথা রয়েছে। বিগ্রহ সেবায় চিদ্ অনুশীলনের কথা রয়েছে। ''প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।''

ঙ) পৌত্তলিক মানবের কল্পনাপ্রসূত মূর্ত্তি অপরদিকে বিগ্রহ মহাজনদের হৃদয়ের অনুভবের দ্বারা প্রকটিত।

চ) পৌত্তলিক পূজা সর্বদা মানবের নিজ ইন্দ্রিয়চরিতার্থ মূলে আরাধিত কিন্তু বিগ্রহ উচ্চাধিকারের নিকট চিন্ময়, মধ্যমাধিকারের নিকট মনোময় ও নিম্নাধিকারের নিকট জড়ময় মনে হলেও ক্রমশঃ হৃদয়ে ভাব শোধিত হলে চিন্ময়ত্বের উপলব্ধি হয়।

২৩। সাধ্য ও সাধন বিষয়ে মহাপ্রভুর বিচার লিখুন ? (পুরানো বই—১৫৪ পৃঃ)

উঃ) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়—যে কার্যকে উদ্দেশ করে, তাই সাধ্য এবং যে কার্যের দ্বারা তা সাধিত হয়, তাই সাধন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জীবগণকে গূঢ়রূপে 'শিক্ষাষ্টক' নামে যে আটটি শ্লোক দিয়েছেন, তা ভক্তগণের মণিহার স্বরূপ। তাতে সাধ্য-সাধন বিষয়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক শিক্ষা রয়েছে। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে অভিধেয় মূলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের শিক্ষা। আটটি শ্লোকই অভিধেয় এবং শেষ তিনটি শ্লোকে প্রয়োজন বিষয়ক শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে অধিধেয় বিচারে ''সাধন ভক্তি'', পরের দুইটি শ্লোকে অভিধেয় বিচারে 'ভাবভক্তি' এবং ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্লোকে বিশেষতঃ সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সাধ্য 'প্রেমভক্তি' দেখানো হয়েছে। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের সেই গূঢ়ভাব বিচার করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে ''দশমূল শিক্ষা'' রচনা করেছেন তাতে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন বিচারে সাধ্য-সাধন সূত্ররূপে কথিত হয়েছে। ❑

শ্রীশ্রীগৌরকথা সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস (বিকাল)

বক্তাঃ— ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ, আচার্য, গৌড়ীয় মিশন

সংগ্রাহক ঃ- শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য দুই প্রকার, মুখ্য তাৎপর্য্যে কৃষ্ণপ্রেম এবং গৌণ তাৎপর্য্যে মুক্তি আদির কথা রয়েছে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভাগবতের মুখ্য তাৎপর্য্যে যে গোপীপ্রেম তারও শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন কিন্তু সেই গোপীপ্রেমেরও বিশেষত্ব যে রাধাঠাকুরানীর কৃষ্ণের প্রতি প্রেম তা তিনি গোপন করেছেন, রাধা নামের উল্লেখ করেন নাই শুধুমাত্র তার আভাস দিয়েছেন। শুধু এটুকুই উল্লেখ করেছেন যে গোপীগণের মধ্যে কোন এক গোপী যার দ্বারা কৃষ্ণ সর্বাধিক ভাবে আহ্লাদিত হন, তারজন্যই রাসলীলা ভঙ্গ হলো। সেই রাধাপ্রেম রাধাভাব কলিযুগের জীবের পক্ষে জানা, বোঝা অসম্ভব ছিল। মহাপ্রভু এসে সেই প্রেমের কপাট খুলে দিলেন। যে প্রেমের আভাস শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব

গোস্বামী দিয়েছিলেন মহাপ্রভু সেই রাধা প্রেমের বিস্তার করলেন, জগতে প্রকাশ করলেন এবং স্বয়ং আচরণ করে তাতে ডুব দিলেন। রাধা প্রেমের যে মহিমা তাতে কৃষ্ণ স্বয়ং মুগ্ধ ছিলেন। রাধাপ্রেমের যে নিগূঢ় অবস্থা, রাস প্রসঙ্গে সেই প্রেমের অভিব্যক্তি, তাঁর আস্বাদন করবার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং মহাপ্রভু হয়ে এসে সেই মধুর প্রেম জীবকে দান করলেন। এখানেই শ্রীচৈতন্য অবতারের উৎকর্ষতা। শ্রীমদ্ভাগবতে যা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আভাস দিয়েছেন মাত্র, মহাপ্রভুর ঈশারায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীরূপ, সনাতন ও রায় রামানন্দের সংবাদে কথোপকথনের দ্বারা তা প্রকাশ করলেন। শ্রীমহাপ্রভু প্রেমের মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করে সকলকে দান করার প্রচেষ্টা করলেন।

শ্রীশ্রীগৌরকথা সপ্তমদিবস বিকাল

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং ভাববলিতং
মৃদাঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীর্ত্তনপরম্।
সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমলহরং ভক্তসুখদং
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণমননাদ্যর্চ্চন-বিধৌ ॥

(শ্রী নবদ্বীপ শতকম্)

শ্রীল প্রবোধনন্দ সরস্বতীপাদ এই শ্লোকে গৌরসুন্দর তথা নবদ্বীপ ধামের মহিমা বর্ণন করেছেন।

নবধাভক্তির পীঠ স্বরূপ নয়টি দ্বীপ নিয়ে নবদ্বীপ ধাম। যে ধাম উদার গৌরাঙ্গের লীলাভূমি, যে ধামের ধূলি চিন্তামণি, সুরধুনীগঙ্গার সুরম্য তটে বিরাজিত যে নবদ্বীপ ধাম, যে ধামের বৃক্ষ লতা পশু পাখী সকলেই গৌরের সুখচিন্তায় মগ্ন সেই নবদ্বীপ ধামে কৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শ্যামবর্ণ নিয়ে আসেন নাই, তিনি স্বর্ণের ন্যায় কান্তি নিয়ে গৌরহরি রূপে এসেছিলেন।

তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বর্হিগৌর হয়ে এবং রাধাঠাকুরানীর ভাবকে সম্বলিত করে এসেছিলেন। শাস্ত্র বলছেন— 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং'। সেই গৌরহরি একা আসেন নাই মৃদঙ্গ, করতাল আদি যন্ত্র এবং হরিকীর্ত্তন সহ পরিকরগণকে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। 'স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি।' তিনি আবির্ভাবের সময় চন্দ্রগ্রহণছলে হরিনাম করালেন সকলকে, শৈশবে ক্রন্দনছলে হরিকীর্ত্তন করালেন, বিদ্যাবিলাসের পরবর্তীকালে শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রতিদিন নিশাকালে পরিজন সহিত কীর্ত্তন করলেন, তারপর নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় নগর সংকীর্ত্তন করেছেন। কলির মানব কাম ক্রোধের তাড়নায় অস্থির চিত্ত, লোভ, মাৎসর্য্য, বিভিন্ন ধর্মাধর্মের দ্বারা সন্দিগ্ধ চিত্ত, এরকম কলিহত জীবের চিত্তকে শুদ্ধ করার জন্য গৌরহরি হরিসংকীর্ত্তন নিয়ে এলেন। যারা তাঁর কীর্ত্তনের সংস্পর্শে এলেন তাদের হৃদয়কে শুদ্ধ করে প্রেম দান করলেন, কলির কল্মষকে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন, ভক্তদের হৃদয়কে প্রেমসুখে মগ্ন করলেন। সেই গৌরহরি সর্বদা সর্বকালে, সর্বজনের দ্বারা পূজিত। রাজা, মনুষ্য, কিন্নর, দেবতা সকলের উপাসিত তত্ত্ব। মহাপ্রভু যে কীর্ত্তন এনেছেন গৌড়ীয় গুরুবর্গ আমাদের সেই সংকীর্ত্তন শিখিয়েছেন, গুরুবর্গের প্রাণ সে কীর্ত্তন, যার দ্বারা আমরা মহাপ্রভুকে আরাধনা করি। নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপে নবধাভক্তির দ্বারা কলিযুগের ত্রাতা, সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক গৌরহরিকে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি দ্বারা প্রত্যহ আমরা যেন ভজনা করি।

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্"

শ্রীগৌরআবির্ভাবের প্রাক্কালে কীর্তনাক্ষ শ্রীগোদ্রুমধামে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর নাট্যমন্দিরে কীর্ত্তনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্" এর গৌরলীলা মহিমা নিম্নে বর্ণিত হলো।

প্রথম দিবস (সকাল)

"লক্ষ্মীদেব্যাঃ প্রণয়বিহিতং মিষ্টমন্নং গৃহীত্বা
তস্যৈ প্রাদাদ্ বরমতিশুভং চিত্তসন্তোষণং যঃ।
মস্যাশ্চিহ্নৈর্নিজপরিজনান্ তোষয়ামাস যশ্চ
তং গৌরাঙ্গং পরমরসিকং চিত্তচৌরং স্মরামি ॥৯॥"

মহাপ্রভু তার বাল্যলীলাকালে নবদ্বীপবাসীগণের সাথে নানাপ্রকার চাপল্যলীলা প্রদর্শন করতেন। গঙ্গাতীরে যে সকল কুমারী বালিকাগণ গঙ্গাপূজার্থে নৈবেদ্য নিয়ে আসতেন। মহাপ্রভু তাদের প্রতি প্রত্যুক্তি ও বিদ্রূপছলে তাদের নৈবেদ্য গ্রহণ করে কৃপাপূর্বক বরদান করতেন। বাহ্যতঃ তারা রুষ্ট হলেও অন্তরে আনন্দ পেতেন। একদিন সৎব্রাহ্মণ শ্রীবল্লবাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবী দেবতাপূজার জন্য গঙ্গাস্নানে এসে তথায় শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন পান। উভয়ে পরস্পর দর্শনে সুখলাভ করেন। মহাপ্রভু লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশ্যে বলেন—

''প্রভু কহে—'আমা' পূজ, আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥''
''লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥''
(চৈঃ চঃ আঃ ১৪।৬৬-৬৭)

মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মীদেবীর মিষ্টান্ন গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করেন। আবার প্রতিদিন বিদ্যাসমাপ্তে বয়স্যসখাগণ সঙ্গে গঙ্গা স্নানে আসতেন। অন্যান্য যারা আসতেন তাদের সাথে চপলতা করতেন। কারো শ্রীঅঙ্গে কুল্লোল প্রদান করতেন, কারো চুলে ওকড়ার বিঁচি, কারো বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্য ভক্ষণ, স্ত্রীপুরুষ এর বাস অদল-বদল আদি নানাপ্রকার চাপল্যক্রীড়া প্রদর্শন করতেন। রুষ্ট হয়ে তারা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের কাছে নালিশ জানাতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র দেখতেন তার পুত্রের অঙ্গে কোন স্নানের চিহ্ন নেই কিন্তু বস্ত্রে লিখন কালির চিহ্ন বিদ্যমান, এই প্রকারের সকল আত্মীয়গণকে আনন্দ দানে তাদের চিত্ত হরণ করতেন। সেই রকম মাতৃভক্ত ও পরমরসিক গৌরাঙ্গকে আমরা স্মরণ করি।

উচ্ছিষ্টভাণ্ডেষু বসন্ বরাঙ্গো
মাত্রে দদৌ জ্ঞানমনুত্তমং যঃ।
অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যং
তং গৌরচন্দ্রং প্রণমামি নিত্যম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅগ্রজ বিশ্বরূপ বৈষ্ণবসঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণসেবায় মগ্ন থাকতেন, সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে সংসারের অনিত্যতাকে উপলব্ধি করে গৃহত্যাগ করেন। শচী-জগন্নাথ হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেন। নিশ্চিত হন নিমাইও পণ্ডিত হয়ে সংসারের সারাৎসারতা উপলব্ধি করে সংসার ত্যাগ করবে। এইরূপ আশঙ্কায় নিমাইয়ের পাঠ বন্ধ করে দিলেন। পুনরায় নিমাই অধিক চঞ্চলতা প্রকাশ করতে লাগলেন। একদিন বর্জ্য হাঁড়ির সিংহাসন তৈরি করে তার উপর উপবিষ্ট হন। শচীমাতার নিষেধ সত্ত্বেও নিমাই দত্তাত্রেয় ভাবে মাতাকে 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব' শিক্ষা দেন।

''প্রভু বোলে,—''মাতা, তুমি বড় শিশুমতি!
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি ॥''
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।১৭৩)

শুচি-অশুচি বিচার প্রাকৃত কল্পনা, বিষ্ণুঅর্পিত রন্ধন হাঁড়ি কখনও অপবিত্র হতে পারে না। এইরকম পবিত্র-অপবিত্র সমতাসূচক যে উত্তম জ্ঞান তা শচীমাতাকে দান করেছিলেন সেই গৌরচন্দ্রকে আমরা নিত্যকাল প্রণাম করি।

দৃষ্ট্বা তু মাতুঃ কদনং স্বলৌষ্ট্রে
স্তস্যৈ দদৌ দ্বে সিতনারিকেলে।
বাৎসল্যভক্ত্যা সহসা শিশুর্য-
স্তং মাতৃভক্তং প্রণমামি গৌরম্ ॥১৪॥

মহাপ্রভু বাল্যকালে চঞ্চলতাবশতঃ লৌষ্ট্রের আঘাতে শচীমাতাকে মৃদু তাড়ন করেছিলেন। শচীমাতা মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলেন। ক্রন্দনরত নিমাইকে নারীগণ নারিকেল আনয়ন করতে বলেন। মহাপ্রভু নারকেল এনে মাতাকে সুস্থ করেন।

''কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৪।৪৫)
''নারীগণ কহে,—''নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী''।
(চৈঃ চঃ আঃ ১৪।৪৬)
বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব হৈল বিস্মিত সকল'' ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৪।৪৭)

সেই মাতৃভক্ত শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমরা প্রণাম করি।

দ্বিতীয় দিবস (সকাল)

''লক্ষ্মীদেবীং প্রণয়বিধিনা বল্লভাচার্য্যকন্যা-
মঙ্গীকুর্ব্বন গৃহমখপরঃ পূর্বদেশং জগাম।
বিদ্যালাপৈবহুধনমথো প্রাপ যঃ শাস্ত্রবৃত্তি-
স্ত গৌরাঙ্গং গৃহপতিবরং ধর্ম্ম মূর্ত্তিং স্মরামি ॥১৩॥

শ্রীবল্লভাচার্য্য কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মহাপ্রভু গৃহস্থলীলায় প্রবেশ করেন। কিছুকাল অর্থাদি অর্জনে পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) গমন করেন। প্রভুর পান্ডিত্য ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য ছাত্র বিদ্যার্জন করতে লাগল। পূর্ববঙ্গে প্রভুর শুভবিজয়ে আজও আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে সংকীর্তনে মত্ত হতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে জননীর কাছে তা প্রত্যর্পণ করেন। 'গৃহীজন শিক্ষক'—এইভাবে গৃহস্থ ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ করলেন। সেই গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ ধর্মের মূর্তিস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা প্রণাম করি।

''বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ'' ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৬৬)

বারাণস্যাং সুজনতপনং সংগময্য স্বদেশং
লব্ধা লক্ষ্মীবিরহবশতঃ লোকতপ্তাং প্রসূতিম্।
তত্ত্বালাপৈঃ সুখদবচনৈঃ সান্ত্বয়ামাস যো বৈ
তং গৌরাঙ্গং বিরতিসুখদং শান্তমূর্ত্তিং স্মরামি ॥ ১৪

পূর্বদেশে মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু ছন্নাবতার হয়ে ভক্তরূপে কৃষ্ণের পরিশিষ্ট লীলাকে দান করেছেন। ষোল-নাম-বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র কীর্ত্তনের উপদেশ প্রদান এবং দশ অপরাধ বর্জন করে কিভাবে ভজন করা যায় এটাই দেখিয়েছেন। তপন মিশ্রকে বারানসী যাবার জন্য আদেশ করলেন। এবং নিজে স্বয়ং নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন।

''সাধ্যসাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥''
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪৩)

অন্তর্যামী প্রভু দেখলেন লক্ষ্মীদেবীর বিরহে শচীমাতা শোকে মুহ্যমান হয়ে আছেন। প্রাকৃত-জগত লীলায় নিজেও দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং মাতাকে শাস্ত্র উপদেশ ও তত্ত্ব আলোচনা করে দুঃখ নিবৃত্তি ঘটালেন। তারপর প্রভু বিদ্যাবিলাস লীলায় মগ্ন হলেন।

''প্রভু বলে,—'মাতা দুঃখ ভাব'-কি কারণে?
ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমন?
(চৈঃ চাঃ আঃ ১৪।১৮৩)
''এইমত কাল-গতি, কেহ কা'রো নহে।
অতএব 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে ॥''
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৮৩)

সেই শান্তিসুখদাতা সৌম্যমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে আমি স্মরণ করি।

মাতুর্বাক্যাৎ পরিণয়বিধৌ প্রাপ বিষ্ণুপ্রিয়াং যো
গঙ্গাতীরে পরিকজনৈর্দিগ্‌জিতো দর্পহারী।
রেমে বিদ্বজ্জনকুলমণিঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রো
বন্দেঽহং তং সকলবিষয়ে সিংহমধ্যাপকানাম্ ॥ (১৫)

শ্রী লক্ষ্মীদেবীর বিয়োগান্তে শচীমাতা নিমাইকে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধুরূপে কামনা করতেন। জননীর আদেশে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাথে মহাপ্রভু বিবাহবিধিতে আবদ্ধ হলেন। নবদ্বীপ ছিল তখন বিদ্যাবিলাসের স্থান। সরস্বতীর বরপুত্র কেশব কাশ্মীরী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতির চরম শিখরে ছিলেন। নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতকে পরাস্ত করার ইচ্ছায় গঙ্গাতীরে পরিকরবৃন্দসহ আগমন করেন। মহাপ্রভু যথাসময়ে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং দৈন্য সহকারে একে একে তার সমস্ত অহংকার চূর্ণ করেছিলেন।

''প্রভু বোলে,—''বিপ্র, সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্বভূতে দয়া করি ॥''
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৮২)

সকল বিষয়ে অধ্যাপকবৃন্দের সিংহস্বরূপ সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা বন্দনা করি।

গৌরকথা তৃতীয় দিবস (সকাল)

বিদ্যাবিলাসৈর্নবখণ্ডমধ্যে
সর্ব্বান্ দ্বিজান্ যো বিররাজ জিত্বা।
স্মার্ত্তাংশ্চ নৈয়ায়িক—তান্ত্রিকাংশ্চ
তং জ্ঞানরূপং প্রণমামি গৌরম্ ॥১৬॥

নয়টি দ্বীপ নিয়ে নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপ তৎকালীন সমাজে বিদ্যাস্থান বলে পরিগণিত হত। স্মার্ত, নৈয়ায়িক, তান্ত্রিক পণ্ডিতদের বাসভূমিতে নিমাই বিদ্যাবিলাস লীলাকালে তাদের পরাজিত করে অধ্যাপক শিরোরত্নরূপে বিরাজমান ছিলেন। সেই জ্ঞানরূপী শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

''বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যো বভূব গতাময়ঃ।
বর্ণাশ্রমাচারপালং তং স্মরামি মহাপ্রভুম্ ॥১৭

পরলোকগত পিতার শ্রাদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু গয়া যাত্রা করলেন। সেইকালে চতুর্দিকে পাষন্ড-স্মার্ত-বাদাদি জন গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যাত্রাকালে তিনি জ্বর-লীলা প্রকাশ করেন। বহুপ্রতিকার করেও নিবৃত্ত হচ্ছিলেন না। ব্রাহ্মণের পাদোদক-পান করে ব্যাধি মুক্ত হন। লোক-শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের ক্ষমতাকে তিনি এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বর্ণাশ্রমধর্মে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করলেন। বর্ণাশ্রমধর্মের আচার সংরক্ষক শ্রীমহাপ্রভুকে আমি স্মরণ করি।

''বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে ॥''
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।২১)

মহাপ্রভু প্রেত-গয়াতীর্থে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুপাদপদ্মে মালা, ধূপ, দীপ সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে মহিমা কীর্ত্তন করছেন। বিপ্রগণের মুখে পাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করতে করতে ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েন।

''চরণ-প্রভাব শুনি' বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে ॥''

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৪২)

দৈবযোগে সেইস্থানে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের দর্শন পান মহাপ্রভু। পরস্পর চিনতে পারেন এবং আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে প্রেমজলে সিক্ত হন।

''প্রভু বলে,— গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার।''

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০)

মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীপাদের থেকে দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীঈশ্বরপাদ মহাপ্রভুকে ঈশ্বরজ্ঞানে স্তুতি করেন। গয়া হইতে ফিরে মহাপ্রভু প্রেমবিকারছলে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন। এইরূপ নবরসের শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গকে আমরা স্মরণ করি।

ভক্ত্যালাপৈর্নিরবধি তদাদ্বৈতমুখ্যা মহান্তঃ
প্রাপ্তা যস্যাশ্রয়মতিশয়ং কীর্ত্তনাদ্যৈর্মুরারেঃ।
নিত্যানন্দোদয়ঘটনয়া যো বভূবেশচেষ্টো
বন্দে গৌরং নয়নসুখদং দক্ষিণং ষড়ভূজং তম্ ॥১৯॥

নিত্যানন্দপ্রভু বড় হতেই এক সন্ন্যাসী ভিক্ষাপ্রার্থী হলেন পিতা হাড়াই পণ্ডিতের কাছে। বহু দেশ ভ্রমণ করতে করতে নিত্যানন্দ মাথুরমন্ডলে অবস্থান করেন।

এদিকে শ্রীনবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রমুখ মহাজনগণের সহিত নিরন্তর শ্রীহরিকীর্ত্তনাদি বিষয়ে আলাপচারিতায় মগ্ন থাকতেন। মহাপ্রভুর অন্বেষণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনন্দন আচার্যের গৃহে অবস্থান করলেন। অন্তর্যামী প্রভু শ্রীবাসাদি মহাজনগণকে তাঁর আগমনবার্তা জানিয়ে অনুসন্ধানলীলা প্রকাশ করেন। অবশেষে শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীনিত্যানন্দের আবাসন এবং সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিজ সেব্য শ্রীগৌরের রূপাদি আস্বাদন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ প্রকাশের জন্য ব্যাসপূজার আয়োজনার্থে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্তন করতে করতে মহাপ্রভুর গলায় পুষ্পমাল্য অর্পণ করতেই মহাপ্রভু ষড়ভুজ মূর্ত্তি প্রকট করেন। হস্তে শঙ্খ, চক্রাদি অস্ত্রসমূহ দর্শন করে সংজ্ঞাহীন হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। গৌরের বাক্যে চৈতন্যপ্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হলেন। সাক্ষাৎ বলরাম অভিন্ন নিত্যানন্দ সৃষ্টির একমাত্র কারণ হয়েও প্রতি অবতারে দাসত্বই তাঁর নিত্য স্বভাব তা প্রকট করলেন। সেই নয়নানন্দদাতা দয়ালু ষড়ভুজ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমরা বন্দনা করি।

''পাইলা চৈতন্য নিতাই প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্ভুজ দর্শনে ॥''

(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৫।১০৩)

(ক্রমশঃ)

বিবর্তনের ধারায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য

শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অতুলনীয় এবং অবর্ণনীয়, তথাপি উহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করতে হলে 'বৈষ্ণব' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। আপাতভাবে বৈষ্ণব শব্দটির দ্বারা বিষ্ণুর উপাসককে বোঝালেও তাতে শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপতঃ জীব মাত্রই বৈষ্ণব, তবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনুশীলনের মাধ্যমেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব। বৈষ্ণব ধর্ম্মকে জীবের আত্মধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, বা নিত্যধর্ম্ম নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে কারণ এই ধর্ম মায়িক উপাধিশূন্য স্বরূপাবস্থা স্থিত জীবের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিদ্যমান। বিরিঞ্চি, শঙ্কর, প্রজাপতিগণ, সনকাদি ঋষিগণ সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। বেদ ও বেদানুগত সকল শাস্ত্র সমূহই

কোথাও প্রকট আবার কোথাও প্রচ্ছন্ন রূপে, কোথাও অন্বয়, আবার কোথাও ব্যাতিরেক ভাবে, বিষ্ণুভক্তির কথাই কীর্তন করে থাকেন। এসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য-১-১৯৬)

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥

(শ্রী ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—২।৪।১৪২)

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥

(শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য-বিংশ-১৪৬)

ইত্যাদি অসংখ্য শাস্ত্র প্রমানের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায়। তবে কলিযুগের প্রারম্ভে এই ধর্মের উজ্জ্বলতা কিছুটা খর্ব হয়েছিল। মুখ্যতঃ ইহার দুইটি কারণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ 'বুদ্ধদেবের' বেদ বিরোধী নাস্তিক্যবাদ এবং দ্বিতীয়তঃ 'শঙ্করাচার্য্যের' বেদ বিহিত নাস্তিক্যবাদের প্রবল প্রচার। এছাড়াও ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত মুখ্য ছয়টি আস্তিক্য দর্শন (গৌতমের 'ন্যায়' দর্শন, কপিলের 'সাংখ্য' দর্শন, পতঞ্জলির পাতঞ্জল যোগ দর্শন, কণাদের 'বৈশেষিক' দর্শন, জৈমিনীর 'পূর্ব্বমীমাংসা' দর্শন, বেদব্যাসের 'উত্তরমীমাংসা' বা 'বেদান্তদর্শন') এর মধ্যে বেদব্যাসের 'উত্তরমীমাংসা' বা 'বেদান্তদর্শন' ছাড়া অন্য পাঁচটি দর্শনে 'ভগবানের' সর্বময় কর্তৃত্ব ও ভগবদ্ভক্তির সর্বোৎকর্ষত্বের বিরুদ্ধাচরণ মূলক তত্ত্ব থাকায় তা আস্তিক হলেও নিরীশ্বর দর্শন হিসাবে পরিচিত। এই সকল নিরীশ্বর দর্শন ছাড়াও তিনটি নাস্তিক দর্শন (চার্বাক দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন) বেদশাস্ত্র বিরোধী, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী। ভগবদ্ভক্তির বিরোধিতা করায় এই সকল দর্শনকে পাষণ্ড দর্শন বলা হয়।

সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥

(শ্রী চৈতন্য ভাগবত মধ্য-প্রথম-১৯৫)

এই সকল পাষণ্ড দর্শনের প্রভাবে বৈষ্ণব জগত কিছুটা প্রতিহত হলেও কলিযুগের প্রথমদিকে আগত চারজন বৈষ্ণবাচার্য্যের (শ্রী রামানুজাচার্য্য, শ্রী মধ্বাচার্য্য, শ্রী বিষ্ণুস্বামি, শ্রী নিম্বার্কাচার্য্য) প্রবলপ্রতাপে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষিত হয়ে ছিল। এসম্বন্ধে শ্রী পদ্মপুরাণ বলেন—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঃ চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

এই চারজন বৈষ্ণবাচার্য্য ***প্রস্থানত্রয়ের** ভাষ্য রচনা পূর্বক শাশ্বত বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে সর্বতোভাবে ভাবে রক্ষা করলেও সেই সময় বৈষ্ণব ধর্মের পরিপূর্ণতম বিকাশ লাভ ঘটেনি। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আচরিত ও প্রচারিত উন্নতউজ্জ্বল রসাত্মক শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমভক্তিময় বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর পরিপূর্ণতা আসে, কারণ তিনি অন্বয় ভাবে চারি বৈষ্ণবাচার্য্যের সিদ্ধান্ত সমূহকে মন্থন করে প্রত্যেক আচার্য্যের থেকে দুইটি করে সিদ্ধান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক উহা অধিকতর মাধুর্যের সহিত স্বীয় সম্প্রদায়ে প্রক্ষিপ্ত করেন।

যবে আমি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিব।
তোমাদের মত-সার নিজে প্রচারিব॥
মধ্ব হইতে সারদ্বয় করিব গ্রহণ।
এক হয় কেবল-অদ্বৈত নিরসন॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি নিত্য জানি তাঁহার সেবন।
সেই ত' দ্বিতীয় সার জান মহাজন॥
রামানুজ হৈতে আমি লই দুই সার।
অনন্য ভকতি ভক্তজন সেবা আর॥

---

* **প্রস্থানত্রয়**— তত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্রকে প্রস্থান বলে। প্রস্থান তিনটি— ১) শ্রুতিপ্রস্থান ২) স্মৃতিপ্রস্থান ৩) ন্যায়প্রস্থান

১) শ্রুতিপ্রস্থান— বেদ-উপনিষদাদিকে শ্রুতিপ্রস্থান বলে। গুরু-মুখে শ্রবণপূর্ব্বক শিষ্যগণ বেদাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতেন বলে বেদ-উপনিষদাদিকে শ্রুতিপ্রস্থান বলে।

২) স্মৃতিপ্রস্থান— পুরাণ-ইতিহাসাদিকে স্মৃতিপ্রস্থান বলে, কারণ ইহা বেদার্থ পরিপুরক, বেদের অর্থকে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যেই এই সকল শাস্ত্রের আবির্ভাব, মহাভারতের অঙ্গীভূত বলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্গত।

৩) ন্যায়প্রস্থান– ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সূত্রকেই ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। কারণ ব্রহ্মসূত্রসমূহে সম্যগ্ বিচারপূর্ব্বক শ্রুতিবাক্য সমূহের সমন্বয়-স্থাপন করা হয়েছে, তাই এই শাস্ত্রকে ন্যায়প্রস্থান বলা হয়ে থাকে।

বিষ্ণু হৈতে দুই সার করিব স্বীকার।
তদীয় সর্ব্বস্ব ভাব রাগমার্গ আর॥
তোমা হৈতে লব আমি দুই মহাসার।
একান্ত রাধিকাশ্রয়, গোপীভাব আর॥
এত বলি গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন।
প্রেমে নিস্বাদিত্য কত করিল রোদন॥
(শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
পরিক্রমা-খণ্ড ষোড়শ অধ্যায়)

এছাড়াও ব্যাতিরেক ভাবে ষড়দর্শনের প্রথম পাঁচটি নিরীশ্বর আস্তিক দর্শন এবং বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক (নিরীশ্বর নাস্তিক) সম্প্রদায়ের পাষণ্ড মত এবং শঙ্করাচার্য্যাদি সম্প্রদায়ের অদৈবমোহন বা অসুরমোহন মায়াবাদ মত সংগ্রহ পূর্ব্বক **'চিৎসমন্বয় বাদ'** রূপ সূত্রে সকলকে গ্রথিত করেন।

চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়(শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক) আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত সমূহ কিরূপে অন্বয় ভাবে সংগ্রহ পূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তা বিচার করলে দেখাযায়,—

শ্রীরামানুজাচার্য্য তদীয় 'শ্রীভাষ্যে' শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শারীরক-ভাষ্যের বিচার খণ্ডন করেছেন। অতঃপর আবির্ভূত হলেন শ্রীমধ্বাচার্য্য। তিনি শুদ্ধদ্বৈতবাদ বা দ্বৈত ভাষ্য প্রণয়ন করে শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ বা শারীরক ভাষ্য খণ্ডন করেছেন, এছাড়া শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত বাদ বা সর্ব্বজ্ঞসূক্ত ভাষ্য এবং নিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈত বাদ বা পারিজাত ভাষ্যের মাধ্যমে ব্রহ্মসূত্রের ভক্তিপর ভাষ্য করে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডিয়মান করলেও এঁনারা কেউই শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে স্বীকার করে উহার অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মসূত্রের স্বতন্ত্র ভাষ্য নির্মানের পক্ষপাতিত্ব না করে ঘোষণা করলেন—**'শ্রীমদ্ভাগবত' শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বপ্রথম এবং অকৃত্রিম ভাষ্য**। শ্রীমদ্ভাগবতে যেসব সিদ্ধান্ত আছে তৎ সমুদায়ই প্রকৃত বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে -

যেই সূত্রকর্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
শ্রীঃ চৈঃ চঃ - মধ্য-২৫-৯৩
চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ -বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য -শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত॥
(শ্রীঃ চৈঃ চঃ - মধ্য-২৫-৯৮-১০০)

সুতরাং 'শ্রীমদ্ভাগবত' রূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে প্রকৃত বেদান্তবাক্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগত গোস্বামীগণ পৃথক্‌ভাবে বেদান্তের কোন ভাষ্য না লিখলেও পরবর্তী কালে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট আচার্য্য— "গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু" গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অসমোর্ধ মহিমা তথা মর্যাদা রক্ষার্থে শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপাভিসিক্ত হয়ে বেদান্তের "গোবিন্দভাষ্য" প্রণয়ন করেন। সুতরাং "গোবিন্দভাষ্য" শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদনুগত গোস্বামীগণের সিদ্ধান্তের সার স্বরূপ। সাধ্যসাধন বিষয়ে অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিচার এইরূপ দেখা যায়—

(১) সাধ্য সাধন বিষয়ে শ্রী সম্প্রদায়ের বিচার

সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্য, অধিষ্ঠাতৃ দেবী- শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী, মতবাদ - বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ, বেদান্ত ভাষ্য - শ্রীভাষ্য

শ্রীরামানুজ বলেছেন,—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক (সম্বন্ধজ্ঞান) শুদ্ধবর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত হয়ে প্রীতিসহকারে পুরুষোত্তমের চরণযুগল ধ্যানার্চ্চন প্রণামাদিই—'অভিধেয়'এবং তৎপদ প্রাপ্তিই—'প্রয়োজন'। যথা শ্রীরামানুজকৃত বেদার্থসংগ্রহে—"জীবপরমাত্মা-যাথাত্ম্যজ্ঞান পূর্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্মেতি-কর্ত্তব্যতাকপরমপুরুষচরণ-যুগল-ধ্যানার্চ্চন-প্রণামাদি ইত্যর্থপ্রিয়ন্তৎপ্রাপ্তি ফলঃ॥"
এই সম্প্রদায় হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত (১) **অনন্য ভক্তি** - ভক্তি সাধনে অনন্য ভাব তথা ভগবানের সঙ্গে জীবের প্রভু-ভৃত্যের নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ অনন্য দাস্যভক্তি বা 'একায়ন' বিচার শ্রীরামানুজের সিদ্ধান্তে আবিষ্কৃত। (২) **ভক্ত সেবা** - ভক্ত বা বৈষ্ণব সেবার বিচার এই সম্প্রদায়ে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(২) সাধ্য সাধন বিষয়ে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের বিচার

সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য, অধিষ্ঠাতৃ দেবতা- ব্রহ্মা, মতবাদ - শুদ্ধদ্বৈত বাদ, বেদান্ত ভাষ্য - দ্বৈতভাষ্য

শ্রীমধ্বাচার্য্যের সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তত্ত্ববাদি আচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে দেখা যায়—

আচার্য্য কহে,—'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, কৃষ্ণে সমর্পণ'।
এই ছয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ 'সাধন'॥
'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
'সাধ্য-শ্রেষ্ঠ' হয়,—এই শাস্ত্র-নিরুপণ॥

এই সম্প্রদায় হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত (১) **শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে নিত্যত্ব জ্ঞান** - শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে নিত্যত্ব এবং অপ্রাকৃত জ্ঞান এই সম্প্রদায়ে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। (২) **মায়াবাদ খণ্ডন** - শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ খণ্ডনের যেসমস্ত যুক্তি মধ্বাচার্য্য এবং তৎ সম্প্রদায়ের শাস্ত্র গ্রন্থাদির মধ্যে দেখা যায় তা অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর নির্যান

গৌড়ীয় মিশনের প্রবীণ বৈষ্ণব শ্রীপাদ বিশ্বনাথ দাস ব্রহ্মচারী গত ১৭/০৭/২০২০ তারিখ শুক্রবার দ্বাদশী তিথিতে ভোরবেলায় শ্রীহরিনাম স্মরণ করতে করতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিশোরপুরা গৌড়ীয় মঠে অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেন।

তিনি পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্যপাদের নিকট হরিনাম, দীক্ষা ও লালকাপড়াদি গ্রহণ করে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল গৌড়ীয় মিশনের বিভিন্ন শাখা মঠে রন্ধন, মালা গ্রন্থন, কীর্তনাদি সেবা করলেও রাধারাণীর আনুগত্যে রন্ধন সেবায় ও বৈষ্ণব সেবায় তাঁর বিশেষ নিষ্ঠা ও রুচি ছিল। তিনি দীর্ঘদিন শ্রীধামবৃন্দাবন স্থিত শ্রীকিশোরপুরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করে প্রতিদিন লক্ষ হরিনামগ্রহণ করে নিষ্ঠাপূর্বক ভজন করতেন। এইরূপ সেবাপরায়ণ নিষ্ঠাবান শ্রীহরি সেবককে হারিয়ে মিশন মর্মাহত।

নির্যান

সংগ্রাহক - বিমলা প্রসাদ দাসাধিকারী

বাংলাদেশস্থিত শ্রীদলগ্রাম শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রমের একনিষ্ঠ সেবিকা (রান্নাকারী) ভক্তিমতি কোকিলা দেবী ১২/০৭/২০২০ ইং তারিখ ভোর বেলা স্নান-তিলক-আহ্নিক অন্তে হরিনাম স্মরণ করতে করতে হঠাৎ স্বধামে গমন করেছেন। তিনি দলগ্রাম শ্রীখাতা গ্রামে পিতা মহেশচন্দ্র রায় ও মাতা জয়মালা দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলে হরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করে হরিভজন শুরু করেন। ঠাকুরের রান্না সেবায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। যখন যখন গৌড়ীয় মিশন থেকে গুরু-বৈষ্ণবগণ বাংলাদেশে শুভ বিজয় করেছেন এই কোকিলা দেবী গৃহ কর্ম পরিত্যাগ করে সর্বক্ষণ সাথে থেকে নৈষ্ঠিক রান্না সেবায় ব্রতী ছিলেন। শ্রীশ্রীদলগ্রাম শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রম একজন একনিষ্ঠ সেবিকাকে হারালো। তাঁর সেবাদর্শ অনুসরণীয়। শ্রী হরি-গুরু-বৈষ্ণব চরণে তাঁর বিদেহী আত্মার নিত্য শান্তি প্রার্থনা করছি।

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ১০১তম

শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব

বিপুল সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীসারস্বত শ্রবণ সদনে অখিল লোকমঙ্গল বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব উপলক্ষ্যে আগামী ২৩শে শ্রাবণ ১৪২৭, শনিবার (ইং ৮ই আগষ্ট, ২০২০) **গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ৬১তম বর্ষপূর্তি শুভ আবির্ভাব তিথি শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন** এবং আগামী ১৪ই শ্রাবণ ১৪২৭, বৃহস্পতিবার (ইং ৩০শে জুলাই, ২০২০) হইতে ১৭ই ভাদ্র ১৪২৭, বুধবার (ইং ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২০) পর্য্যন্ত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত মহোৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদগণের পতিত-পাবনী আবির্ভাবাদি-তিথিপূজা গৌরবিহিত সঙ্কীর্তনমুখে যথাবিধি উদ্‌যাপিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্ত সম্মেলনে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবতধর্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনসহ ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিস্মরণ-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

মহাশয়, কৃপাপূর্বক সবান্ধব মহোৎসবে যোগদান করিলে মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। স্বয়ং যোগদান করিতে না পারিলে এই ভক্ত্যঙ্গযাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদি দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যনুষ্ঠানের ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ হয়।

শ্রীসজ্জন কিঙ্করাভাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী

সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব

২৩শে জুন মঙ্গলবার, ২০২০

মহোৎসব-পঞ্জী

৩০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার	—	পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রারম্ভ।
৩১শে জুলাই, শুক্রবার	—	শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের তিরোভাব। প্রাতঃ ৫।৩৩ মিঃ গতে দি ৯।৩১মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
৩রা আগষ্ট, সোমবার	—	শ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাবতিথির ব্রতোপবাস। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। রাখী পূর্ণিমা।
৮ই আগষ্ট, শনিবার	—	**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ৬১তম বর্ষপূর্তি শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহোৎসব।**
১১ই আগষ্ট, মঙ্গলবার	—	শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন মহোৎসব।
১২ই আগষ্ট, বুধবার	—	**শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ব্রতোপবাস।** নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা।*
১৩ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীশ্রীনন্দোৎসব। পূর্বাহ্ন ৮।১১ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতের পারণ। শ্রীযোগমায়া দেবীর আবির্ভাব।
১৫ই আগষ্ট, শনিবার	—	অজা একাদশীর ব্রতোপবাস। পরদিবস পূর্বাহ্ন দি ৯।৩১ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ।
২৪শে আগষ্ট, সোমবার	—	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের (১২৫তম) বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসব।
২৬শে আগষ্ট, বুধবার	—	**শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর ব্রতোপবাস।**
২৭শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার	—	শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-জয়ন্তী। পূর্বাহ্ন ৯।২৫ মিঃ মধ্যে **শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতের পারণ।** শ্রীমদ্ ভাগবত কথা সপ্তাহারম্ভ।
২৯শে আগষ্ট, শনিবার	—	পার্শ্বপরিবর্ত্তনী একাদশীর ব্রতোপবাস।
৩০শে আগষ্ট, রবিবার	—	**শ্রীবামন দ্বাদশী ব্রত।** মধ্যাহ্নে শ্রীবামনদেবের অর্চনান্তে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদের আবির্ভাব তিথি।
৩১শে আগষ্ট, সোমবার	—	গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৮২ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা মহোৎসব।
১লা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার	—	শ্রীঅনন্ত চতুর্দশী। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।
২রা সেপ্টেম্বর, বুধবার	—	শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব, প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমা ও শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহের-পূর্ণাপ্তি। মাসাধিক কালব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব সমাপ্তি।

* জন্মাষ্টমী দিবসে নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিঃ দ্রঃ—সেবানুকূল্য প্রদান করার জন্য ব্যাঙ্ক বিবরণ ঃ A/c Name-GAUDIYA MISSION, A/c No.-0090010057606, IFSC Code-UTBI0BAZ101, United Bank of India, Baghbazar Branch, Kolkata-700 003. **Online Donation করুন** http://www.gaudiyamission.org/Donation

প্রাপ্ত ধন রাশি ইনকামট্যাক্স ৮০জি ধারায় করমুক্ত হবে।

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 03/08/2020

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (২) সাধক মৌলিরত্ন (৩) ছাত্রদের শ্রীল ভক্তিবিনোদ (৪) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৫) শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড। (৭) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) (৮) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী (৯) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (১০) আমার প্রভুর কথা (১১) গোলোকের পথে (১২) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর (১৩) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ) (১৪) শ্রী হরিনাম চিন্তামনি। ইংরাজী ভাষায় (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২) Srimad Bhagavat arka Marichimala (৩) The Bhagabata (৪) Divine Discourses । হিন্দি ভাষায় (১) শ্রীচৈতন্য দেব (২) শ্রীল প্রভুপাদ ৩) শ্রীশিক্ষাষ্টক (৪) কুরুক্ষেত্র মে শ্রীল প্রভুপাদ (৫) ভক্তধ্রুব (৬) গৌড়ীয় দর্শন (৭) ভজন সংগ্রহ—শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- নতুন শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org